**পাটের উৎপাদন প্রযুক্তি**

**পাট**

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। দেশের শতকরা ৬০ ভাগ কৃষক পাট চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশে উৎপাদিত পাটের শতকরা ৭০ ভাগ দেশে ব্যবহার হয়, ৩০ ভাগ কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য হিসেবে রপ্তানী হয়। দেশের ৫৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আসে পাট রপ্তানী থেকে। পাট উৎপাদনে অগ্রগামী জেলাগুলো হলো- রংপুর, ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, জামালপুর ও পাবনা। পাটের আঁশ থেকে পাটের সুতা, ব্যাগ, বসত্মা, পর্দা, কার্পেট ও সংশিস্নষ্ট পণ্য তারপুলিন, প্যাকিং দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। এছাড়াও পার্টিকেল বোর্ড, পাট-পস্নাস্টিক ও অনুরূপ দ্রব্য তৈরিতে পাটের ব্যবহার হচ্ছে। কৃষকের জ্বালানির সিংহভাগই আসে পাটখড়ি থেকে। পাটের পাতা শাক হিসেবে ব্যবহার হয় এবং খুবই সুস্বাদু।

**বাংলাদেশে পাট চাষ ও উৎপাদন পরিসংখ্যান**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বছর | পাট আবাদ (লাখ হেক্টর) | উৎপাদন (লাখ বেল) | হেক্টর প্রতি ফলন (বেল\*) |
|   |  দেশী |   তোষা |  মোট |  দেশী |   তোষা |  মোট |  দেশী |   তোষা |
| ২০০৪-২০০৫ | ০.৯১ | ২.৬৬ | ৩.৫৭ | ৬.২৮ | ২৫.৪০ | ৩১.৬৮ | ৬.৯০ | ৯.৫৫ |
| ২০০৫-২০০৬ | ০.৯৩ | ৩.০৬ | ৩.৯৯ | ৭.০৩ | ৩৬.৪৭ | ৪১.৫০ | ৭.৫৬ | ১১.৯২ |
| ২০০৬-২০০৭ | ০.৯৫ | ৩.৭৬ | ৪.৭২ | ৬.৯১ | ৪১.৯৬ | ৪৮.৮৭ | ৭.২৭ | ১১.১৬ |
| ২০০৭-২০০৮ | ০.৯৪ | ৪.২৪ | ৫.১৮ | ৫.৬৩ | ৪১.৮৩ | ৪৭.৪৬ | ৭.৮৫ | ১০.৪৬ |
| ২০০৮-২০০৯ | ০.৭৩ | ৪.০০ | ৪.৭৩ | ৫.২৯ | ৪২.০০ | ৪৭.২৯ | ৭.২৫ | ১০.৫০ |

 \*১ বেল = ১৮১.৪৩ কেজি = ৫ মন (প্রায়) |

**পাটের জাত**

বংলাদেশে প্রধান আঁশ ফসল পাট, কেনাফ ও মেস্তা। পাটের দুইটি প্রজাতি- দেশী ও তোষা। দেশী পাটের ফল গোলাকার ও পাতার স্বাদ তিতা। তোষা পাটের ফল লম্বা এবং পাতার স্বাদ তিতা নয়।

**পাটের বাজারজাতকরণ শ্রেণী**- পাট আঁশ বিক্রয়ের জন্য আঁশের মান উত্তম থেকে খারাপের ক্রমানুসারে যে শ্রেণীবিন্যাশ করা হয়েছে তা হলো- এ-বটম, বি-বটম, সি-বটম, ক্রস বটম ও কাটিং।

**পাটের উফসী জাত-**বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ‘বিনা’ থেকে উদ্ভাবিত পাট, কেনাফ ও মেসত্মার বিভিন্ন উফশী জাত, তাদের বপনের সময় ও ফলন  ক্ষমতা নিচের তালিকায় দেখানো হলো।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **জাত** | **বপনের সময়** | **ফলন (মে.টন/হেক্টর)** | **বেল/হেক্টর** |
| **দেশী** |   |   |   |
| বিজেআরআই দেশী-২ | ১৬ চৈত্র-২ বৈশাখ  | ৫.১৬ | ২৮.৪৪ |
| বিজেআরআই দেশী-৪ | ১১ ফাল্গুণ-১ বৈশাখ | ৫.১৬ | ২৮.৪৪ |
| বিজেআরআই দেশী-৫ | ১ চৈত্র-১ বৈশাখ | ৫.৪৬ | ৩০.০৯ |
| বিজেআরআই দেশী-৬ | ১৫ চৈত্র-১৫ বৈশাখ | ৪.৭২ | ২৬.০২ |
| বিনা দেশীপাট-২ | ২০ ফাল্গুণ-২০ চৈত্র | ৩.০০ | ১৬.৫৪ |
| **তোষা** |  |  |   |
| বিজেআরআই তোষা-১ | ১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ  | ৪.৬০ | ২৫.৩৫ |
| বিজেআরআই তোষা-২ | ১৬ চৈত্র-১৫ বৈশাখ  | ৪.৬০ | ২৫.৩৫ |
| বিজেআরআই তোষা-৪ | ১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ | ৪.৯৬ | ২৭.৩৪ |
| বিজেআরআই তোষা-৩০ | ২৫ ফাল্গুণ-৩০ বৈশাখ | ৪.৫০ | ২৪.৮০ |
| **কেনাফ** |   |   |   |
| বিজেআরআই কেনাফ-১ | ১ চৈত্র-১ বৈশাখ | ৪.৬৩ | ২৫.৫২ |
| বিজেআরআই কেনাফ-২ | ১ চৈত্র-১ বৈশাখ | ৫.৪৫ | ৩০.০৪ |
| **মেস্তা** |   |   |   |
| বিজেআরআই মেস্তা-১ | ১৬ চৈত্র-১৫ বৈশাখ | ৪.৭০ | ২৫.৯১ |

 **জমি নির্বাচন-**উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টির পানি বেশী সময় দাঁড়ায় না এবং দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য বেশী উপযোগী।

**জমি চাষ-**জমিত গভীর ভাবে উত্তমরূপে চাষ করতে হবে। মাটির বড় ঢিলা ভেঙ্গে মাটি মিহিন ও হাল্কা করতে হবে এবং জমিতে আগাছা ও অন্য ফসলের শিকড় থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

**সারের মাত্রা**

পাটের ভাল ফলন পেতে দেশী, তোষা, মেসত্মা ও কেনাফের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সারের মাত্রা ব্যবহার করতে হবে। এখানে ফসলের প্রকার ভেদে সারের মাত্রার তালিকা দেয়া হলো।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **সারের নাম** | **দেশী পাট** | **তোষা পাট** | **কেনাফ** | **মেস্তা** |
| ইউরিয়া (কেজি/হেক্টর) | ৮০-১২০ | ১২০-১৬০ | ৮০-১২০ | ৫০-৭০ |
| টিএসপি (কেজি/হেক্টর) | ৪৫-৫৫ | ৭০-৯০ | ২৫-৩৫ | ২০-৩০ |
| এমপি (কেজি/হেক্টর) | ৪০-৬০ | ৬০-৮০ | ২০-৩০ | ২০-৩০ |
| জিপসাম (কেজি/হেক্টর) | ৪০-৫০ | ৫০-৬০ | ১৫-২০ | ১০-১৫ |
| দসত্মাসার (কেজি/হেক্টর) | ৫-৭ | ৭-১০ | - | - |
| গোবর/কম্পোস্ট (টন/হেক্টর) | ৪-৬ | ৬-৮ | - | - |
| ডলোচুন (অমস্নীয় মাটিতে) (কেজি/হেক্টর) | ১০০০ | ৪০০-৭০০ | ৩০০-৫০০ | ৩০০-৫০০ |

**সার প্রয়োগ**

গোবর বা কম্পোস্ট সার বীজ বপনের ২য় থেকে ৩য় সপ্তাহ পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য সার বীজ বপনের দিন প্রয়োগ করতে হবে। গোবর সার ব্যবহার করলে রাসয়নিক সার কম লাগে। গোবর বা কম্পোস্ট সার ব্যবহার করলে বীজ বপনের দিন দেশী পাটের জন্য প্রতি হেক্টরে ৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং ফাল্গুণী তোষা জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৫৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর বা কম্পোস্ট সার ব্যবহার না করলে বীজ বপনের দিন দেশী পাটের জন্য প্রতি হেক্টরে ৫০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং ফাল্গুণী তোষা জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ইউরিয়া সার বীজ বপনের ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে উপরী প্রয়োগ করতে হবে।

**বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা**

বপনের পূর্বে বীজ পরীক্ষা করে নিতে হবে। একটি মাটি বা টিনের পাত্রে এক টুকরা ভিজা কাপড়ের উপর ১০০টি বীজ ছড়িয়ে দিয়ে অপর একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে একদিন রেখে এ পরীক্ষা করা যায়। যদি শতকরা ৮০টি বীজ গজায় তবে সে বীজ নিঃসন্ধেহে বপন করা যাবে। অংকুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের কম হলে বপন সময় বীজের পরিমাণ আনুপাতিকহারে বাড়িয়ে দিতে হবে।

**বীজ শোধন**

পাট বীজ শোধন করে বপন করলে কালোপট্টি, কা-পচা ও এনথ্রাকনোজ রোগ দমন এবং পাটের ফলন বৃদ্ধি পায়। বড় একটি কাঁচের বা পস্নাস্টিকের বোয়ামে এক কেজি পাটের বীজ রেখে তাতে ২ গ্রাম ক্যাপ্টান বা ৬ গ্রাম গ্রানোসান-এম বা এগ্রেসান-জিএন ওষুধ ভালভাবে ঝাঁকিয়ে মিশালেই পাট বীজ শোধন হয়ে যাবে। অথবা ১২৫ গ্রাম রসুন ভালভাবে পিশে লেই তৈরি করে তার সাথে পাটের বীজ মিশিয়ে রোদ্রে শুকিয়ে পাট বীজ শোধন করা যায়। বীজ শোধনের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে পাট বীজ বপন করদে হবে।

**বীজ বপন**

বীজ লাইনে বপন করতে হবে। লাইনে বপন করলে বীজ কম লাগবে আর ফলনও বেশী হবে। এখানে সারি ও ছিটিয়ে বোনার জন্য বীজের হার দেয়া হলো।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| বীজের হার (কেজি/হেক্টর) | দেশী পাট | তোষা পাট | কেনাফ | মেস্তা |
| সারিতে বুনলে | ৬-৭.৫ | ৪-৬ | ১৫-২০ | ১২-১৫ |
| ছিটিয়ে বুনলে | ৮-৯ | ৬-৯ | ১২-১৫ | ১০-১২ |

**পাটের পরিচর্যা**

পাট বোনার পর পাট ক্ষেত নিড়ানী বা আচড়া দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে রাখতে হবে। নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের চারা বাছাই করে নির্দ্রিষ্ট সংখ্যাক পাট জমিতে রাখতে খুবই গুরম্নত্বপূর্ণ। পাটের চারার মাঝের দূরত্ব ৫ সে.মি এর বেশী হলে পাটের শাখা গজায় এবং এর চেয়ে ঘণ হলে পাট চিকণ হয়ে মান কমে যায়। পানি সেচ, পানি নিষ্কাশণ, উপরী সার প্রয়োগ, রোগ ও পোকা দমন ইত্যাদি পরিচর্যা কাজ অত্যামত্ম গুরম্নত্বের সাথে সঠিক সময় করতে হবে।

**পাটের রোগ দমন**

চারা অবস্থা  থেকে শুরম্ন করে পূর্ণ বয়স্ক পর্যমত্ম নানা রকম রোগ পাট গাছকে আক্রমণ করে। সময়মত এদেরকে দমন করতে হবে। পাট গাছে চারামড়ক, কা-পচা, কালপট্রি, ঢলেপড়া, আগা শুকিয়ে যওয়া, নরমপচা, শিকড়ে গিটরোগ, হলদে সবুজ পাতা বা ক্লোরোসিস প্রভৃতি রোগ হতে পারে। নিড়ী ও বাছাই এর সময় রোগাক্রামত্ম গাছ তুলে ফেলতে হবে। এরপরেও গাছে রোগ হতে পারে। ক্ষেতে রোগাক্রামত্ম গাছ দেখলেই তুলে ফেলতে হবে। তুলে ফেলা রোগাক্রামত্ম গাছগুলো মাটিতে পুতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নইলে এ থেকে রোগ ছড়াবে। রোগ ব্যপক আকারে দেখা দিলে ‘ডাইথেন-এম ৪৫’ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১৮.৫৬ গ্রাম গুলিয়ে ৩-৪ দিন অমত্মর ২-৩ বার জমিতে ছিটাতে হবে। গাছের বয়স অনুসারে প্রতিবার একরপ্রতি ৩৫০-৪৫০ লিটার ওষুধ মিশানো পানি ছিটানো যেতে পারে।

**হলদে সবুজ পাতা বা ক্লোরোসিস**

এ রোগ এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত গাছের বীজের মারফত, রোগাক্রান্ত গাছের পরাগের সাহায্যে এবং হোয়াইট ফ্লাই দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। রোগ আক্রমত্ম গাছের বীজ বপনের ফলেই এ রোগ বেশী ছড়ায়। চারা অবস্থায়ই গাছের পাতায় হলদে সবুজ রঙ এর ছাপ দেখা যায়। এ অবস্থায় রোগাক্রামত্ম গাছ তুলে ফেললে রোগ ছড়াতে পারে না। হোয়াইট ফ্লাই বা সাদা মাছি মারার জন্য ১০ লিটার পানিতে ১৫ মিলি পরিমাণ ডায়াজিনন মিশিয়ে ৩০-৪০ দিন বয়সের গাছে ৭ দিন পর ২-৩ বার ছিটাতে হবে। এতে রোগের ব্যাপকতা অনেকটা কমে যাবে। কোন কোন স্বল্প আক্রামত্ম গাছ সুস্থ্য গাছের মতই বেড়ে ওঠে এবং রোগের লক্ষণ ঢাকা পড়ে। কিন্তু রম্নগ্ন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করলে পরবর্তী  ফসলে আবার রোগ দেখা দেয়। এর প্রতিকারের উপায় হিসেবে বীজ পাটের জমি থেকে ফুল আসা পর্যমত্ম দেখা মাত্রই আক্রামত্ম গাছ তুলে ফেলতে হবে। কারণ বেশী বড় হলে অনেক সময় সুস্থ গাছ থেকে আক্রামত্ম গাছ পৃথক করা যায় না। কাজেই ভুলক্রমে আক্রামত্ম গাছের বীজ সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকে এবং এভাবেই প্রতি বছর আক্রামত্ম গাছের সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে পাটের ফলন কমে যায়।

**পোকা মাকড় দমন:**

নানা রকম পোকা মাকড় পাট গাছের ক্ষতি করতে পারে। এদের মধ্যে সাদা মাকড়, বিছাপোকা, ঘোড়া পোকা ও চেলে পোকা মারাত্নক ক্ষতি করে। সময়মত এদের দমন করতে হবে।

**উড়চুংগা**

যে জমিতে প্রায় প্রতি বছর পাট অথবা অন্য ফসলে উড়চুংগা দেখা দেয়, সেই জমমেত পাট বীজ বপনের পূর্বে জমি শেষবারের মত ভালকরে চাষ দিয়ে কীটনাশক (ডায়ালড্রিন) নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করে বীজ বপন করতে হবে। তাছাড়া যদি ওষুধ প্রয়োগ সম্ভব না হয় তবে বীজের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে বপন করতে হবে। তাতে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ চারাগাছ থাকার দরম্নণ উড়চুংগা কিছু গাছ কেটে ফেললেও ক্ষতি পুষিয়ে যায়। এ ছাড়া দেরীতে পাট বপন করে উড়চুংগার আক্রমণ এড়ানো যায়। খরার মৌসুমে উড়চুংগা পোকা চারা পাট গাছের বিশেষ ক্ষতি করে। এ সময় সেচের ব্যবস্থা করলে উড়চুংগার উপদ্রব থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। তাছাড়া সন্ধ্যার সময় মাঠে আগুণ জ্বেলে উড়চুংগা পোকাকে আকৃষ্ট করেও পোকা দমন করা যায়।

**চেলে পোকা**

বৈশাখের প্রথম হতে চারা পাট গাছে এদের আক্রমণ দেখা দেয় এবং তা ফসল কাটা পর্যমত্ম স্থায়ী থাকে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতা ছিদ্র করে খায় এবং চারা গাছের কচি ডগায় ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে ডগার ভিতরে চলে যায়, ফলে গাছের ডগা মারা যায়। দূর থেকে মরা শুকনা ডগা সনাক্ত করা যায়। পরবর্তীতে এ স্থান থেকে শাখা বের হয়। বীজ বপনের সময় ক্ষেতেরে পাশে  অবাঞ্চিত আগাছা বিশেষ করে বণওকড়া থাকলে তা পরিস্কার করতে হবে। মৌসুমের প্রথমেই পাটর পরিচর্যার সময় ঐ সকল ডগা আক্রামত্ম গাছ তুলে ধ্বংস করতে হবে। তাতে পোকার উপদ্রব কমবে। প্রয়োজনবোধে রাসায়নিক ওষুধ ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এজন্য স্থানীয় কৃষি স্মপ্রসাণ কর্মকর্তার পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

**হলুদ বা সাদ মাকড়**

এ মাকড় পাট গাছের কচি পাতার উল্টো দিকে বসে পাতার রস চুষে খায়। পাতা তামাটে রঙ ধারণ করে। একটানা অনাবৃষ্টির ফলে আক্রমণ ব্যাপক হয়। ক্রমে পাতা ঝরে যায় ও ডগা মরে যায়। হলুদ বা সাদা মাকড়ের আক্রমন দেখা দিলে থিয়োভিট ৮০% পাউডার একর প্রতি দেড় কেজি এবং সালফেক্স, কোজাভেট ওয়েটাসুল, সালফোলাক, সালফার, রনোভিট বা কুমুলাস ৮০% পাউডার একর প্রতি ১ কেজি বা নিরোট একর প্রতি ৫০০ মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে এমনভাবে ছিটাতে হবে যেন ডগার উপরের কচি পাতাগুলো (১০ম পাতা পর্যমত্ম) ভালভাবে ভিজে যায়। অথবা আধা কেজি নিম পাতা ১০ কেজি গরম পানিতে ৫ থেকে ১০ মিনিট ভিজিয়ে  রেখে নিম পাতার নির্যাস ছেকে ঠা-া করতে হবে। এ নির্যাস উপরোক্ত নিয়মে (ডগার ১০ম পাতা পর্যমত্ম) পাট গাছে ছিটিয়ে হলুদ মাকড় দমন করা যায়। প্রথম বার স্প্রে করার দ্বিতীয় দিন একইভাবে ওষুধ আবার ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

**বিছা পোকা**

বাচ্চা অবস্থায় এরা দলবদ্ধভাবে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে। এ অবস্থায় পাতা সমেত বিছা পোকাগুলো তুলে অল্প  কোরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে অথবা পায়ে মাড়িয়ে অতি সহজে দমন করা যায়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এবং বিছা পোকা হাতে তুলে মারা সম্ভব না হলে ডায়াজিনন ৬০% তরল ২৩ মিলি, বাইড্রিন ১২ মিলি, নুভাক্রম ৪০% তরল ১৮ মিলি পরিমাণ ওষুধ ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে  বা ভিটাব্রিল ৮৫% পাউডার একর প্রতি ১.৫ কেজি অথবা লিনফার ১০% তরর ১০০ মিলি পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে পোকা দমন হয়।

 **ঘোড়া পোকা**

এ পোকা গাছের কচি পাতা খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। আক্রমণের প্রকোপ বাড়লে এর গাছের ডগা পর্যমত্ম খেয়ে ফেলে। ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্ষেতে বাঁশ বা গাছের ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করতে হবে। পাখির পোকা খেয়ে পোকা দমনে সাহায্য করে। পোকার আক্রমণ অধিক হলে ক্ষেতে কীটনাশক ওষুধ যেমন, ইকালাক্স এবং ডায়াজিনন প্রভৃতির যে কোন একটি ২৩ মিলি পরিমাণ ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ছিটাতে হবে।

**পাট কাটা এবং সটিকভাবে পাট পচান**

পাট গাছে ফুলের কুঁড়ি আসলেই পাট কাটতে হবে। চিকন ও মোটা গাছ আলাদাভাবে আঁটি বাঁধতে হবে। প্রতিটি আঁটির ওজন ১০ কেজির বেশী না হওয়াই ভাল। আঁটিগুলো জমিতেই পাতা ঝরানোর জন্য স্ত্তপ করে ৩/৪দিন রেখে দিতে হবে। পাতাগুলো জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে যা পচে সার হবে। পাতা ঝরানো গাছের গোড়া (এক থেকে দেড় হাত পরিমাণ) পানিতে ৪/৫ দিন ডুবিয়ে রেখে পওে পাট জাক দিতে হবে। পাট কাটার সময় পাটের জমিতে প্রচুর পানি থাকলে এবং নিকটে শুকনো জায়গা না থাকলে পাতা ঝরানো এবং গোড়া ডুবানোর প্রয়োজন নেই। সে ক্ষেত্রে পাট কেটে সরাসরি জমিতেই জাক দিতে হবে। পরিস্কার ও মৃদু স্রোতযুক্ত পানি পাট পচানোর জন্য উত্তম। বদ্ধ পানিতে পাট পচালে ০.০১% অর্থাৎ প্রতি ১০০০ আঁটি পাটের জন্য ১ (এক) কেজি ইউরিয়া সার জাকে মিশিয়ে দিলে আঁশের রঙ উজ্জ্বল হয় ও পাট তাড়াতাড়ি পচে। মাটির ঢেলা, কলাগাছ, কাঁচাগাছের কা- ইত্যাদি জাক ডুবানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বড় পাথর বা বাঁশ ও রশি দিয়ে বেঁধে জাক ডুবাতে হবে। কচুরীপানা বা জলজ উদ্ভিদ বা খড় দিয়ে জাক ঢেকে দিতে হবে।

**রিবোন রেটিং**- পানির অভাব হলে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্বাবিত**রিবোন রেটিং পদ্ধতিতে** বাঁশের হুক বা লোহার রিবনারের সাহায্যে কাঁচা ছাল পাট গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছাল পচাতে হবে। এ পদ্ধতিতে ছাল পচাতে পানি ও সময় অনেত কম লাগে এবং কাটিংসমুক্ত উন্নতমানের আঁশ পাওয়া যায়। মাটির চাড়ি অথবা পলিথিন আবৃত কৃত্রিম মাটির গর্তে অথবা কম গভীরতা সম্পন্ন জলাশয়ে ছাল পচাতে পারেন। এ নিয়মেও কাঁচা ছালের ওজনের ০.০১% ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে। সঠিকভাবে পচন সমাপ্তি নির্ণয় করতে হবে। পাট কম বা বেশী পচলে আঁশের মান খারাপ হয়। আঁশ ছাড়াবার সময় পচা পাট গাছের গোড়ার শক্ত পচা ছালযুক্ত অংশ হাত দিয়ে চিপে টেনে ফেলে দিতে হবে। এতে আঁশে কাটিংস কম হবে। বাঁশের আড়ায় বা ব্রিজের রেলিং এ বা টিনের চালায় ভালভাবে আঁশ শুকাতে হবে। আঁশ কখনও মাটিতে শুকানো যাবে না। ভিজা অবস্থায় আঁশ কখনও গুদামজাত করা যাবে না।

পাট কেটে ঐ জমিতে রোপা আমন ধান লাগানোর প্রয়োজন হলে, পাট কাটার জন্য গাছ সম্পূর্ন উপযুক্ত নাহলেও কিছু সময় পূর্বে কাটা যাবে। এতে পাটের ফলন কিছুটা কম হলেও আঁশের মান উন্নত হবে।

**নাবী পাট বীজ উৎপাদন**

সাধারণতঃ পাট বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য বৈশাষ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বীজ বপন করা হয়। তাছাড়া আঁশ ফসলের একাংশের গাছ না কেটে অনেকেই বীজ উৎপাদন করে থাকেন। উপরোক্ত উভয় পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন করতে গেলে অনেক সময়ই বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বীজের মান ও ফলনের পরিমাণ কমে যায়। এতে সময়ও বেশী লাগে। সবদিক বিবেচনা করে নাবী পাট বীজ ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া লাভজনক।শ্রাবণ মাসে ফাল্গুণী তোষার বীজ ফসল বপন শেষ করতে না পারলে ভাদ্র মাসের মধ্যে বপন শেষ করতে হবে। সহজে পানি বেরিয়ে যায় এরূপ উঁচু জমিতে জো বুঝে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। এ সময় মাটিতে পর্যাপ্ত  জৈব সার ও রস থাকা দরকার। মাটিতে রসের অভাব থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

**পরিচর্যা**

চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর পুনরায় প্রতি হেক্টরে ৭৪ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে। চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর আরও একবার প্রতি হেক্টরে ৭৫ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে। নাবী পাট বীজ ফসলে সাদা মাকড়ের আক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী। যথাসময়ে সাদা মাকড় দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাট বীজ ক্ষেতে শুধু নিরোগ গাছ রাখতে হবে। পাটের হলদে সবুজ পাতা বা ক্লোরোসিস রোগ এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা বিসত্মার লাভ করে। আক্রামত্ম গাছের বীজের মারফত রোগাক্রামত্ম গাছের পরাগের সাহায্যে এবং হোয়াইট ফ্লাই দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। আক্রামত্ম গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলতে হবে বা ওষুধ প্রয়োগ করে দমন করতে হবে।

**বীজ সংগ্রহ**

দেশী ও তোষা উভয় জাতেরই গাছের ৫০% ফল অথবা জমির ৫০% ফল অথবা জমির ৫০% গাছের ফল (ফাল্গুণী তোষার ক্ষেত্রে ৮০%) বাদামী রঙ ধারণ করলে গাছ কেটে বীজ শুকাতে দিতে হবে। রোগাক্রামত্ম ও ক্ষতযুক্ত ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। স্যাঁতসেতে মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে বীজ পাট কাটা যাবে না। মাড়াই ঝাড়াই এর পর বীজ অবশ্যই  উত্তমরূপে শুকাতে হবে। যেহেতু শীতকাল রোদের তাপ এবং দিনের দৈর্ঘ্যও কম থাকে, তাই কমপক্ষে ৫দিন এবং প্রয়োজনে ৬-৭ দিন মাড়াই করা বীজ শুকাতে হবে। মাটির উপর বীজ শুকাতে নেই। পাকা মেঝে কিংবা পস্নাস্টিক সীটের উপর বীজ শুকানো যেতে পারে। অতপর, শুকানো বীজ টিনের পাত্র অথবা টিনের পাত্র না থাকলে মোটা পলিথিন ব্যাগে শক্তভাবে মুখ বন্ধ করে (যেন কোনভাবেই বাহিরের বাতাস বীজের সংস্পর্শে আসতে না পারে) গুদামজাত করতে হবে। গুদামজাত বীজ মাঝে মাঝে কড়া রোদে শুকাতে হবে।